

# রায়হানের চৌর্য্যবৃত্তি

-বিপ্লব

শেষ আর্টিকলে রায়হান একটাও বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে নি-কথায় কথায় যে র্যান্ডম, লিটার্যাল বলে -ভেতো বজাপুঞ্জাবের ন্যায় বাংলা ভাষায় অন্তত কথা বলাটা শিখেছে। আমি এটাই চাইছিলাম যে ও বুবুক বিজ্ঞান নিয়ে উলটোপালটা লিখলে কানমলা খাবে। বোঝা যাচ্ছে ভয় ঢুকেছে। তাই বৈজ্ঞানিক শব্দ থেকে দূরে থাকছে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য সফল।

আমি দেখেছি ইফোরামের অনেক বিতর্কেই লোকজন রায়হানকে বুয়েটের ছাত্র বলা সত্ত্বেও সে কখনো প্রতিবাদ করে নি-আমার প্রথম আর্টিকলেও ওকে বুয়েটের ছাত্র বলা সত্ত্বেও সে প্রতিবাদ করে নি! মৌনতা সম্মতির লক্ষন-আসলে আশা ছিল তার ইন্টেলেকচুয়াল ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও অক্ষুন্ন আছে। চতুর্থ আর্টিকলের শেষে যখন দেখল তার ইন্টেলেকচুয়াল ভাবমূর্তি একদম মাটিতে-তখন স্বীকার করছে সে বুয়েটের ছাত্র নয়। তাহলে সে এতদিন সে স্বীকার করে নি কেন? যারা বি আই টির ছাত্রদের প্রতি বুয়েটের ছাত্রদের মনোভাব জানে তাদের কাছে উত্তরটা জলের মতন পরিষ্কার! আশা করি বোঝা গেছে প্রতিবাদটা শেষ আর্টিকলে এলো কেন-কেন প্রথম আর্টিকলের উত্তরে আসলো না। যাইহোক মূল বিতর্কের সাথে এর সম্পর্কই নেই। রায়হানের অসততাই আমার ভুলের কারণ।

আর আমি রায়হানের 'যুক্তির' অজস্র ভুল ধরে লোককে প্রমান করেছি ও ব্রেইন ডেড এবং চোর-ও আমার একটা টেকনিক্যাল আরগুমেন্টের ওপর একটুতো মাত্র প্রতিরোধ দিক! তবেতো আমাকে ব্রেইন ডেড বললে লোকে শুনবে! আমি এই প্রথম একটা ডিবেট করলাম, যেখানে প্রতিপক্ষ আমার একটা পয়েন্টেরও ভুল ধরতে অক্ষম-শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ করে গেলো! তাতে কি হবে? আমাকে বোকা বললেই আমি বোকা হয়ে যাবো নাকি? প্রমান করতে হবে তো! না এমন বাচ্চার সাথে তর্কে আমি এবার বোর হচ্ছি। এমন দুর্বল প্রতিপক্ষের সাথে তর্ক করতে কারই বা ভালো লাগে!

যেহেতু ওর আর কোন টেকনিক্যাল পয়েন্ট নেই-শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য বিতর্ক চালাবো না। ওর কোন টেকনিক্যাল পয়েন্ট না থাকলে এটাই শেষ কিস্তি-যদি টেকনিক্যাল কোন আর্গুমেন্ট থাকে, অবশ্যই বিতর্ক চলতে পারে। আমার এবং পাঠকের সময় মূল্যবান। শুধু পাঠকের সাথে এই আর্টিকলে পরিচয় করিয়ে দিই রায়হানের চৌর্য্যবৃত্তির। তার আগে, বলে রাখি আমি নাস্তিক-আস্তিক বিতর্কে নেই। আমার লড়াই আদর্শবাদের বিরুদ্ধে-সত্যের পক্ষে। এবং সত্য মানে বৈজ্ঞানিক তথা এম্পিরিক্যাল টুথ। ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, কম্যুনিউজম, জাতীয়তাবাদ এগুলো আদর্শবাদ-এদের পক্ষে থাকা প্রতিটি লোকই অসৎ হতে বাধ্য। রায়হান আর ব্যতিক্রম হবে কেন।

১) রায়হান লিখছে সে খ্রীষ্টান ইভানজেলিক্যাল সাইট থেকে টুকে অপবিজ্ঞানের চর্চা করে নি!

আমি লিখলাম অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, আর বিপ্লব আমার গলা চেপে ধরে উলটোদিকে আমাকেই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে! কার মন যেন পুলিশ পুলিশ? পাঠক, এবার বুঝে নিন, কে প্রকৃতপক্ষে ইভ্যাঞ্জেলিস্ট খ্রীষ্টান আর কেই বা বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান প্রচার করতে যায়ে বিজ্ঞানকেও চার্চের আওতায় নিয়ে

এবার বিবর্তন নিয়ে ওর ছাগলামোর একটা লম্বা লিষ্ট দেওয়ার সময় এসেছে। অভিজিৎ রায়ের এই আর্টিকলে পাওয়া যাবে রায়হান কোন কোন খ্রীষ্টান ওয়েবসাইট থেকে টুকে বিবর্তনের বিরুদ্ধে এক কিস্তি

লেখা দাঁড় করিয়েছিল।

[http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/resp\\_raihan\\_evol.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/resp_raihan_evol.pdf)

এইসব ওয়েব সাইট থেকে বিবর্তন নিয়ে টুকে, সে তখন লিখতঃ

‘ইভলুশন ফর্মুলা = লাইক আলাদীনস ল্যাম্প ?? ওর লাইক এ গ্রান্ডমা স্টোরি’।

‘ম্যাক্রেনইভলুশন কোনভাবেই বিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে না! কিছু কিছু বিজ্ঞানী সম্ভবত ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে ম্যাক্রেন-ইভলুশনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই জোর করে বিজ্ঞানের মধ্যে গুঁজিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।’

এবং রায়হান বচনঃ

‘তুচ্ছ কিছু ফসিল (যেমন মিলিয়ন বছর আগের একটি দাঁত, সামান্য হাড়ের টুকরো ইত্যাদি) থেকে মহা কনক্লুশন ড্র করেছেন তা অন্ধ মোল্লাদেরও হার মানাবে’। ইত্যাদি।

এখন সে লিখছেঃ

পাঠক, আমি বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে তো কখনো ছিলামই না বরং মনে মনে সাপোর্ট দিয়েই এসেছি। কিন্তু যখন দেখা গেল কিছু লোক বিজ্ঞানের নামে বিবর্তনবাদের আড়ালে এক টিলে দুই পাখি মারছে তখন বাধ্য হয়ে কিছু বলতেই হলো। এক টিলে দুই পাখি :

এবার পাঠকই বলে দিন এমন মিথ্যুককে ছাগল না রামছাগল বলা হবে।

তার চৌর্যবৃত্তির আরো উদাহরন দিচ্ছিঃ

পাঠক, আপনারা এই সাইটে গিয়ে চেক করুন। এটা ডারউইনবিরোধী অপবিজ্ঞান অপরাধীদের সাইট একটাঃ

<http://www.darwinismrefuted.com/20questions10.html>

এবার রায়হানের আর্টিকলটা পড়ুনঃ

[http://www.satrong.org/content/religion/MudrarAporPith1\\_Raihan.pdf](http://www.satrong.org/content/religion/MudrarAporPith1_Raihan.pdf)

রায়হানের প্রতিটা পয়েন্ট ওই ডারউইন বিরোধি ওয়েবসাইট থেকে টোকা। দিনের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে রায়হান কাদের স্বার্থে, কোন কোন ক্রিমিন্যালদের সাথে বিজ্ঞানবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত। আশাকরি ঠাকুর ঘরে কে, আমিতো কলা খায় নি প্রবাদটা সবার মনে আছে!

সমস্যা হচ্ছে অভিজিৎ এবং বন্যা ওকে হাতে নাতে ধরেছিল তিনমাস আগে। তখন ও স্বীকার করেছিল বিবর্তন নিয়ে কোন বই ও পড়ে নি বা ওর জ্ঞানও নেই। এবং চম্পট দিয়েছিল। আবার তিনমাস বাদে সেই বিবর্তন নিয়ে ঢামনামো করতে এসেছে। সুতরাং এরপরেও যে সে এই কুকীর্তিটি করবে না, তার কোন গ্যারান্টি নেই! কারণ ওর চক্ষুলজ্জা বলতে কিস্যু নেই!

২) রায়হানের প্রশ্ন, বন্যা কেন বিবর্তন নিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না!

আমি বন্যাকে অনুরোধ করেছিলাম ওর উত্তরগুলো দিতে। বন্যা জানিয়েছে গত আগষ্টমাসে রায়হানের বিবর্তনের ওপর সব প্রশ্নের উত্তর সে দিয়েছে এবং তখনই রায়হান কানমলে স্বীকার করেছিল বিবর্তন নিয়ে সে কিছুই পড়াশোনা করে নি, ওয়েবসাইট থেকে টুকে বিতর্কে নেমেছিল ( পাঠকও ওপরের দুটো লিংক চেক করে দেখে নিন )। নিচের লিংকগুলো পড়ে দেখুন বন্যা ওর অনেক প্রশ্নের উত্তর বেশ ধৈর্য্য ধরেই দিয়েছেঃ

<http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/36400>

<http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/36468>

সুতরাং ঘুরে ফিরে যদি কেও একই ধাপ্লাবাজি বারবার করে, কে সেই আহাম্মকের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবে? বন্যা জানিয়েছে কোন অসৎ চোরের সাথে তর্ক করতে সে রাজী নয়-কারণ তাতে বিজ্ঞানচর্চা হয় না। শুধু সময় নষ্ট।

৩) মানুষ মানুষকে গনখুন করে আদর্শবাদের নেশায় বুদ্ধ হয়ে-অথবা ব্যবসা বাঁচাতে। আস্তিক নাস্তিক, খুন সবাই করে। আমি নাস্তিকদের ( হিটলার, মাও, পলপট) খুনের লম্বা কিস্তি লিখেছিঃ

<http://www.vinnomot.com/BiplabPal/America11.pdf>

এর পেছনে আছে আদর্শবাদ-এর সাথে আস্তিকতা-নাস্তিকতার সম্পর্ক নেই। আমার ভাববাদ-আদর্শবাদ-বিজ্ঞান প্রবন্ধে এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছি

(<http://www.vinnomot.com/test/editorial/biplab/vabbadi.pdf> )

অথচ ইসলামের সমালোচনা করতে গেলেই রায়হান 'অর্ধসত্য তথ্য' আর 'লিটারাল' বাতচিত নিয়ে তাকে ভেংচাতে দৌড়াবে! আমি কিন্তু নাস্তিক আদর্শবাদীদের অপরাধেরও প্রবল সমালোচক। ইসলাম, কম্যুনিজম তথা কোন আদর্শবাদের পক্ষে থাকলেই সত্যের পথে থাকা যায় না-আমি এটা উপোরক্ত প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছি।

যে বিজ্ঞানের দর্শন মানে, সে আদর্শবাদি হতে পারে না। আদর্শবাদ এবং বিজ্ঞানের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের দর্শনই একমাত্র আদর্শমুক্ত-কারণ এখানে স্বীকার করা হয় তত্ত্বমাত্রই অসম্পূর্ণ। মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানের নামে যা চর্চা করছে তা অপবিজ্ঞান, তা আমি নানান প্রবন্ধে লিখেছি (<http://www.vinnomot.com/BiplabPal/PopperMarx.htm>)। হিটলারও বিজ্ঞানের নামে সোস্যাল ডারউইনিজমের এক বিকৃত রূপের চর্চা করেছেন, যা বিজ্ঞান নয়।

সুতরাং নাজিরা বা কম্যুনিউস্টরা যা করেছে তার জন্যে বিজ্ঞানকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। এটা প্রমানিত সত্য তারা বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করেছে।

লড়াইটা শুধু বিজ্ঞান বনাম ধর্মের নয়। বিজ্ঞান বনাম ভাববাদেরও নয়।

আসল লড়াইটা হচ্ছে বিজ্ঞান বনাম আদর্শবাদের।

আমি বিজ্ঞানের পক্ষেও আছি, আবার কোরানের পক্ষেও আছি এইসব ভন্ডামি বন্ধ করুন। কোরান তথা যেকোন ধর্মগ্রন্থই পরম সত্যে বিশ্বাস করে আর বিজ্ঞানের দর্শনের শুরু ই হচ্ছে পরম সত্যের অস্তিত্বহীনতা থেকে। সুতরাং একই সাথে বিজ্ঞান আর ধর্মের দিকে থাকা যায় না। কেও ধর্মের দিকে থাকলে আমার আপত্তি নেই-কিন্তু আমি বিজ্ঞানেও বিশ্বাস করি, ধর্মেও বিশ্বাস করি এমন ধাপ্লা যেন কেও মারে। বিজ্ঞানী হয়ে কেও সংসার চালাতেই পারে, বিজ্ঞানে টেকনিক্যাল অবদানও রাখতে পারে, কিন্তু সেটাকে বিজ্ঞানের দর্শনে বিশ্বাসী হওয়া বলে না।

এসব ধাপ্লাবাজি, দ্বিচারিতা আমাদের সমাজে প্রচুর চলে-আমার কাছে নয় প্লিজ!

৪) আমার প্রবন্ধে খোদার খাসি বলতে বিজেপির সমর্থক এবং খৃষ্টান ইভ্যানজেলিষ্টদেরও বুঝিয়েছি। তাছারা স্বামীজি এবং খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই আছে। সেগুলো রায়হান খুঁজে পেলো না-পেলো কিছু ইসলাম জনিত শব্দ! তাতেই আমি হয়ে গেলাম সাম্প্রদায়িক! কি করা যাবে ইসলামিক সংস্কৃতিটাই এমন, ইসলামের যে সমালোচনা করবে সেই মোল্লাদের চোখে সাম্প্রদায়িক! রায়হান যতই মুখে আধুনিক ইসলামের কথা বলুক আসলে সে দাঁড়িআলা মোল্লাদের চেয়ে কোন অংশে কম ইসলামিক মৌলবাদি নয়। এটা সে ভালো ভাবেই প্রমান করলো। যাইহোক আমিও খুশী-ও নিজেই স্বীকার করে নিলো খোদার খাসি কথাটা ওর জন্যে যতার্থ-আমি ডিরেক্ট বলি নি কিন্তু।

যাইহোক রায়হান এই প্রশ্নগুলোর বরং উত্তর খুঁজুকঃ

ও বারবার দাবি করছে

১) *রিচার্ড ডকিনস নাস্তিকতা প্রচারের জন্য অপবিজ্ঞান সৃষ্টি করছেন। এমন প্রমান কোন জার্নাল থেকে ও দিতে পারবে কি?*

২) বিবর্তন বিজ্ঞানে প্রমানিত সত্য নয় বা বিবর্তন র্যান্ডম নয় এটা কোন জার্নালে আছে?

যদি তা না হয়-তাহলে নাকরঁত দিয়ে স্বীকার করুক, সে ক্রিয়েশনিষ্টদের প্রপাগ্যান্ডার জন্য এমন কাজকর্ম করছে।

মিঃ রায়হান বিজ্ঞানটা কোন ধর্ম নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দর্শন। ইসলাম, খ্রীষ্টানরা চেষ্টা করে ধর্মাস্তকরনে-নিজের ধর্মে লোক টানতে। কারণ তা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে। সে কাজ বিজ্ঞানের নয়। কারণ বিজ্ঞান সবার জন্য সত্য। তাই রায়হান না কে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, আর না করে তাই নিয়ে বিজ্ঞানের মাথা ব্যথা নেই! কারণ পৃথিবীতে ইহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান এবং সবকিছুই একদিন বিজ্ঞানের দর্শন গ্রাস করবে।

ঢামনামোতো অনেক হলো মিঃরায়হান, এবার অন্তত স্বীকার করুন খ্রীষ্টান ইভানজেলিষ্টদের সাথে আপনি যুক্ত !

যাইহোক এটাই শেষ কিস্তি। যদি রায়হানের কোন টেকনিক্যাল বক্তব্য থাকে, অবশ্যই উত্তর দেব। শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কোন আর্টিকল লিখলে, এখানেই ইতি।

ক্যালিফোর্নিয়া ১২/৭